■ করোনা পরিস্থিতি ও শিক্ষা

# শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলায় আর দ্বিধা অনুচিত

আন্তর্জাতিক শিশু সংস্থা ইউনিসেফের প্রধান আবারও বিভিন্ন দেশের শাসকদের আহ্বান জানিয়েছেন স্কুলে খুলে দেওয়ার জন্য। বাংলাদেশে করোনা নিয়ন্ত্রণেই রয়েছে। মাত্র গত বছর জুন-আগস্ট এই তিন মাস আমাদের একটু ভয়ের মধ্যে থাকতে হয়েছিল। নয়তো প্রাথমিক অব্যবস্থা কাটিয়ে বাংলাদেশ দ্রুত পরিস্থিতি সামলে নিয়েছে। এর পর মহামারীর প্রকোপ আর বাড়েনি। পাশ্চাত্যের উন্নত দেশগুলো এ ধরনের বাস্তবতায় স্কুল অবশ্যই খুলে দিত। অনেক দেশ এর চেয়ে খারাপ অবস্থাতেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা রেখেছে। এর কারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকলে ঘরবন্দি জীবনে শিশুদের শরীর-মনের যে ক্ষতি হয় তা করোনার ভয়ের চেয়ে অনেক বেশি। এটি কেবল সাময়িক ক্ষতি নয়, তাদের জীবনব্যাপী এর প্রভাব পড়বে বলেই তাদের ধারণা।

> আমাদের ধারণা পনেরো দিনের পূর্বপ্রস্তুতি নিয়ে সব স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলে দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া সম্ভব। কেবল সরকারকে অর্থাৎ শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে পাশে দাঁড়াতে হবে। সেটাই হবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য কল্যাণকর সিদ্ধান্ত

একটি পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশে বছরে ১ লাখ ৮০ হাজার মানুষ হৃদরোগে প্রাণ হারান। আর দেশে বছরে আত্মহত্যা করে নিজের প্রাণ নিজেই হরণ করেন সাড়ে ১১ হাজার মানুষ। কিন্তু গত দশ মাসে করোনায় মৃত্যুর সংখ্যা ৫ হাজার ২০০। ইতোমধ্যে দেশে করোনার টিকাও এসে গেছে এবং দেওয়ার গতিও মন্দ নয়। যেহেতু টিকা দেওয়া হচ্ছে সরকারি খরচে ও উদ্যোগে তাই স্কুল খোলার পূর্বপ্রস্তুতি হিসেবে শিক্ষকদেরও অগ্রাধিকার ভিত্তিতে টিকা দিয়ে দেওয়া যায়। শিশুরা সচরাচর করোনায় আক্রান্ত হয় না, যদিও তারা এ রোগের জীবাণুর বাহক হতে পারে। তবে কথা হলো দেশে সামাজিক অনুষ্ঠান এবং বাজারে-মলে, পর্যটনে কোনো ঘাটতি দেখা যাচ্ছে না। আর এসব আয়োজনে বড়দের সঙ্গে শিশুরাও তো শরিক হচ্ছে। আমাদের বিশ্বাস যদি স্কুল খোলা-না-খোলার বিষয়ে অভিভাবকদের মধ্যে জরিপ চালানো হয় তবে অন্তত ৯৫ শতাংশই খোলার পক্ষে মত দেবেন। শিশুরা হয়তো শতভাগই দেবে।

আমরা জানি আমাদের দেশে ধনী-দরিদ্র, শহর-গ্রামে অনেক পার্থক্য রয়েছে। অনলাইন ক্লাসে দরিদ্র পরিবার ও গ্রামের শিশুরা সুযোগ-সুবিধায় পিছিয়ে থাকছে, বরং এসব পরিবারের মেয়েশিশুরা বাল্যবিয়ে, ঝরে পড়ার সমস্যায় রয়েছে। বিভিন্ন জরিপে এই সংকটের প্রকট রূপই দেখা যাচ্ছে। দরিদ্র পরিবারের অনেক শিশু তো স্কুলের মিড ডে মিল না পেলে পুষ্টির অভাবে ভোগে। ফলে জোর গলায় বলব, স্কুল বন্ধ রাখার যে বহুমুখী ও বহুমাত্রিক সমস্যা রয়েছে তা বিবেচনায় নিতে হবে। আমাদের ধারণা পনেরো দিনের পূর্বপ্রস্তুতি নিয়ে সব স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলে দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া সম্ভব। কেবল সরকারকে অর্থাৎ শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে পাশে দাঁড়াতে হবে। সেটাই হবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য কল্যাণকর সিদ্ধান্ত।